১ ডিসেম্বর

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৪

Have you heard me today?

Women, Girls, HIV and AIDS

এইডসঃ নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৪ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র-১ ডিসেম্বর-২০০৪, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১১

জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১১
০১ ডিসেম্বর ২০০৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী। গণমাধ্যমে এইডস সম্পর্কে তথ্য প্রচার, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে জনগোষ্ঠিকে বিরত থাকার পরামর্শ, নতুন নতুন কর্মকৌশল উদ্ভাবন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ইতোমধ্যে যারা এইডস-এর কালো থাবার শিকার তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা এবং সহমর্মিতা থাকতে হবে। কোনভাবেই তারা যেন অবহেলিত ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয়, এ ব্যাপারে সকলকে ভূমিকা রাখতে হবে। 'নারী এবং এইচআইভি/এইডস' বিশ্বব্যাপি এই প্রতিপাদ্য বিষয় এবং 'এইডসঃ নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রণয়ন করতে হবে যুগোপযোগী পরিকল্পনা। সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি এবং বাঁচাতে হবে দেশের মানুষকে।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডসঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ডাঃ মোঃ আব্দুস সেলিম
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম

এইচআইভি/এইডস বর্তমান বিশ্বের এক মহামারী যা মানব সমাজের জন্য তৈরি করেছে এক বিপর্যয়। ১৯৮১ সালে প্রথম আমেরিকার লস এঞ্জেলেস-এ এইডস আক্রান্ত লোক সনাক্ত করা হয়। ১৯৮২-৮৫ সালের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম ইউরোপ এবং অষ্ট্রেলিয়ায়। ১৯৮৩ সালে এই ভাইরাস সনাক্ত করার জন্য এইডস পরীক্ষা/টেষ্ট চালু হয়। এশিয়া অঞ্চলের প্রথম ১৯৮৪ সালে ভারতে এইচআইভি সংক্রমিত লোক সনাক্ত করা হয়।

এইচআইভি/এইডস-বিশ্ব পরিস্থিতিঃ ইউএনএইডস প্রকাশিত ৪র্থ 'গ্লোবাল রিপোর্ট অন এইডস এপিডেমিক' অনুযায়ী ২০০৪ সালে ৪.৯ মিলিয়ন লোক নতুনভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে। আনুমানিক ৩৯.৪ মিলিয়ন লোক বর্তমানে এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে। শুধু ২০০৪ সালেই মৃত্যুবরণ করেছে ৩.১ মিলিয়ন লোক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মহিলাদের মধ্যে সংক্রমণ যথেষ্ট বেড়েছে। ১৯৯৭ সালে এইচআইভি সংক্রমিতদের ৪১% ছিল মহিলা; ২০০২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫০%। নারী-পুরুষের যৌনমিলনই এইচআইভি সংক্রমণ বিস্তারের কারণ হিসাবে শীর্ষে রয়েছে। যেসব দেশে বিশেষ জনগোষ্ঠি যেমন ড্রাগ ব্যবহারকারী, ভাসমান জনগোষ্ঠি এবং কারাবন্দীদের মধ্যে ঘনীভূত আকারে এইচআইভি মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে সেসব দেশেও মহিলাদের মধ্যে সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্য।

এইচআইভি/এইডস-আঞ্চলিক পরিস্থিতিঃ এশিয়া অঞ্চলে আনুমানিক ৭.৪ মিলিয়ন লোক এইচআইভি নিয়ে বসবাস করছে। ২০০৩ সালে প্রায় ০.৫ মিলিয়ন লোক এ অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেছে এবং প্রায় ১.১ মিলিয়ন লোক নতুন করে এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে। এশিয়া অঞ্চলের ভারত ও চীনে এইচআইভি মহামারী আকার ধারণ করেছে। ২০০২ সালে আনুমানিক ৪.৬ মিলিয়ন লোক ভারতে এইচআইভি সংক্রমিত ছিল। বেশির সংক্রমণ ঘটেছে যৌন প্রক্রিয়ায়, তবে নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে কিছু এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে। ভারতে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মনিপুর ও নাগাল্যান্ডে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ বেশি। এই অঞ্চলে নেশা গ্রহণকারীদের ৬০-৭০% এইচআইভি সংক্রমিত যারা অশোধিত সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিনটি দেশ কম্বোডিয়া, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড সত্যিকার অর্থে এইডস মহামারী মোকাবেলা করছে। কম্বোডিয়ায় জাতীয়ভাবে এইচআইভি সংক্রমণের মাত্রা প্রায় ৩% যা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০০৩ সালের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী মায়ানমারে এইচআইভি সংক্রমিত লোকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩০ হাজার।

বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে প্রথম এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি সনাক্ত করা হয়। ২০০৩ সালের শেষ পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এইচআইভি সংক্রমিতের সংখ্যা ৩৬৩ এবং এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭ জন, যার মধ্যে ৩০ জন মৃত্যুবরণ করেছে। সংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের মাত্রা অনেক কম কিন্তু সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ আশংকাজনকভাবে বিরাজমান।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক যৌনকর্মীর কাছে অনেক পুরুষ যায়। উপরোন্তু অধিকাংশ পুরুষ বাণিজ্যিক যৌনকর্মীদের সঙ্গে যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করে না। কিছু এলাকায় ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার কয়েক বছরের মধ্যে ৪% -এ পৌছে গেছে, যার সাথে যোগ হয়েছে হেপাটাইসিস সি সংক্রমণ। ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীদের শতকরা ৭১ ভাগই অশোধিত সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। সিরিঞ্জ বিনিময় ও বহুজনে ব্যবহার ৭৭%। ২০০১ সালের ২৫-২৭ জুন নিউইয়র্কে এইডস বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ সাধারণ সভায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে এবং "ডিক্লারেশন অব কমিটমেন্ট অন এইচআইভি/এইডস" এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছে। এইডস মাহামারী মোকাবেলার জন্য মূল বিষয় এই ডিক্লারেশন-এ চিহ্নিত করা হয়েছে। 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টিকে উন্নয়ন কৌশলের শীর্ষে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এইডস প্রতিরোধে জাতীয় উদ্যোগঃ এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছেন জাতীয় এইডস কমিটি যার পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। জাতীয় এইডস কমিটিকে সহায়তার জন্য রয়েছে একটি টেকনিক্যাল কমিটি। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কমিটির সদস্য। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রথম এইচআইভি/এইডস কার্যক্রম শুরু করেন এবং ১৯৮৯ সালে ৩ বছর মেয়াদী মধ্যবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় ১৯৯০ সালে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির সূচনা হয়। ১৯৯৪-৯৬ সালে ইউএনডিপি'র অর্থায়নে এইচআইভি/এইডস কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই সময় এইচআইভি/এইডস কর্মসূচির জন্য অপরিহার্য জাতীয় এইডস/এটিডি প্রোগ্রাম-এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৭ সালে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ক জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করা হয়। এপর্যন্ত সারাদেশে ৯৮টি নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে যেখানে এইচআইভি, সিফিলিস, হেপাটাইসিস বি, হেপাটাইসিস সি এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণু পরীক্ষা করা হয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস ও যৌনরোগ বিষয়ক নীতিমালা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৯৭-২০০২ বছরের জন্য প্রথম জাতীয় কর্মকৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। নতুন আঙ্গিকে ১৯৯৮ সালে জাতীয় এইডস/এসটিডি কর্মসূচি সক্রিয় কার্যক্রম শুরু করে।

জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি)ঃ এইচআইভি/এইডস ও যৌনরোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এইচএনপিএসপি-এর আওতায় বেসরকারী সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অংশীদারিত্ব এবং সু-সুসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সরকারের জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি) দেশব্যাপি এইচআইভি/এইডস কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে এনএএসপি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নীতি নির্ধারণ, তথ্য সরবরাহ ও সমন্বয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনএএসপি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ নীতিমালা চিহ্নিতকরণ, সমন্বয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানে এনএএসপি ভূমিকা পালন করছে। একই কাজ একই স্থানে বাস্তবায়নে পুনরাবৃত্তি, শূন্যতা ও অপরিপক্কতা দূরিকরণে এনএএসপি বদ্ধপরিকর। জেলা পর্যায়েও স্বাস্থ্য, প্রশাসন, শিক্ষাসহ অন্যান্য সরকারী বিভাগ এবং বেরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে এনএএসপি সমন্বয় কমিটি গঠন করবে। সারভাইল্যান্সসহ কর্মসূচি মনিটর, মূল্যায়ন, এমআইএস এবং প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন এনএএসপি'র অন্তর্ভূক্ত। এনএএসপি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সম্পদ আহরণ ও দাতাদের অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সক্রিয় রয়েছে। সকল সহযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে তথ্য ও বাস্তবসম্মত লাগসই জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানে এনএএসপি সবসময় সচেষ্ট।

এপর্যন্ত অর্জিত সাফল্যঃ এ পর্যন্ত এইডস প্রতিরোধে জাতীয়ভাবে অর্জিত কিছু সাফল্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো। ১৯৮৫ সালে জাতীয় এইডস কমিটি গঠন করা হয়; ১৯৯৪-৯৫ সালে ইউএনডিপি'র সহায়তায় এইচআইভি/এইডস কর্মসূচি চালু করা হয়; ১৯৯৭ সালে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়, যার আওতায় ৯৮টি নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে জাতীয় এইচআইভি/এইডস ও যৌনরোগ বিষয়ক নীতিমালা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে; পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় কর্মকৌশল পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) প্রণয়ন ও জাতীয় এইডস কমিটির অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করা হয়; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক জাতীয় কর্মকৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০০৪-২০১০) বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে; এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে; বাণিজ্যিক যৌন কেন্দ্রগুলোতে.জনজরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; এইচআইভি ও সিফিলিস বিষয়ে পঞ্চম সেন্টিনাল সারভাইল্যান্স সম্পন্ন হয়েছে ও ষষ্ঠ সারভাইল্যান্স প্রক্রিয় শুরু হয়েছে; এবং এনএএসপি'র কাজে সহায়তা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য এপর্যন্ত ১৭টি মন্ত্রণালয়ে ফোকাল পয়েন্ট মনোয়ন দেওয়া হয়েছে। জননচেতনতা তৈরির জন্য সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৬৫০টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং রেডিও-টেলিভিশনে বার্তা প্রদান করা হয়েছে। এইচআইভি সংক্রমিত, এইডস আক্রান্তদের নেটওয়ার্ক গঠনে এবং তাদের সেবা ও এআরভি সহায়তা প্রদানে সহযোগিতা করা হচ্ছে। সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এইডস ও মানবাধিকার বিষয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। অপবাদ ও বৈষম্য নিরসনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হচ্ছে।

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বঃ এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির আওতায় ন্যাশনাল এবং লোকাল লেবেল এনজিও ব্যাপক আকারে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে কাজ করছে। এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে উদ্ভাবনীমূলক ক্ষেত্রগুলোতে এই এনজিওগুলো কাজ করছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিওগুলো নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমের শুরু থেকে এনজিওসমুহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পলিসি-এডভোকেসি, রিসার্চ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিওদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সক্রিয় এনজিওদের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক রয়েছে। সরকার ও দাতা সংস্থাদের সহায়তা এনজিওসমুহ এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা আব্যাহত রাখবে বলে বিভিন্ন স্তরে ঐক্যমত্য প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে এনজিওসমুহ সচেতনতা বৃদ্ধি, আচরণ পরিবর্তনমূলক যোগযোগ, ভলান্টারী কাউন্সেলিং, এইচআইভি পরীক্ষা এবং যৌন রোগ ব্যবস্থাপনা ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচিঃ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে সংক্রমণ সীমিত রাখা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির প্রতি অপবাদ ও বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উপাদানগুলো হচ্ছে (১) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি তথা যৌনকর্মী, ইনজেশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারী, সমকামী ও ভাসমান জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রতিরোধ কার্যক্রম, (২) এ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ, গুনীজন, নীতিনির্ধারক সহ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, (৩) নিরাপদ রক্ত প্রাপ্তি, সরবরাহ, স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিতকরণ, গুণগতমান নিশ্চিত, রক্ত ব্যবহারে যৌক্তিকতা, রক্ত সংরক্ষণ ও ব্লাডব্যাংক বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, (৪) প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সহায়তা প্রধান। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ, আচরণ পরিবর্তন সামগ্রী বিতরণ, যৌনরোগের চিকিৎসা প্রদান এখন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাবলিক প্রাইভেট অংশিদারিত্বে সরকারের সাথে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ প্রকল্পে ৯০টির বেশি এনজিও ২০০৩ সাল থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে চলেছে। এইডস প্রতিরোধ প্রকল্পে ইউনিসেফ কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ এইডস প্রতিরোধে "গ্লোবাল ফান্ড ফর এইডস, টিউবারকিউলসিস এন্ড ম্যালেরিয়া" এর দ্বিতীয় পর্যায়ের আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এর আওতায় ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের মধে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ ও দেশকে এই মহামারী থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কর্মসূচি নিয়েছে। জিএফএটিম এর অর্থায়নে এই প্রকল্পটি সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করছে। দেশের মোট ১৭টি এনজিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও এনএএসপির কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বয় দক্ষতা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, এইচআইভি প্রতিরোধ, সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম উন্নয়ন, কাউন্সেলিং ও সারভাইল্যান্স, নিরাপদ রক্ত কার্যক্রম এবং জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন সহায়তা প্রদান করেছে।

ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা ও কর্মকৌশলঃ বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি পর্যালোচনা, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ মহামারীর জন্য ঝুঁকিসমুহ এবং এপর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় কর্মকৌশল পরিকল্পনা (২০০৪-২০১০) প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাঁচটি কর্মসূচিভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছেঃ অগ্রাধিকারভিত্তিক জনগোষ্ঠিকে সেবা ও সহায়তা প্রদান; বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি-প্রতিরোধ; স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় নিরাপদ ও নিরাপত্তামূলক কর্মচর্চা বৃদ্ধি; এইচআইভি/এইডস নিয়ে বসবাসকারীদের জন্য সেবা ও সহায়তা প্রদান এবং এইচআইভি/এইডস মাহামারীর প্রভাব কমিয়ে আনা।

এইচআইভি ও এইডস নিয়ে বসবাসকারীদের প্রতি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্যহীন নীতি গ্রহণ এবং তাদের সকল মৌলিক অধিকার ও স্বাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি জাতীয় এইডস ও এসটিডি বিষয়ক নীতিমালার (১৯৯৬) অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। চিকিৎসা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্য ও অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি মেডিক্যাল নীতিমালার অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। এই নীতিমালাসমুহ অনুসরণ করলে মহামারীর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশকে এইডস মহামারী থেকে মুক্ত রাখতে সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ও সরকারের সময়োচিত কর্মসূচি একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে আমরা এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১১
০১ ডিসেম্বর ২০০৪

বাণী

এইডস প্রতিরোধে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পৃথিবীজুড়ে এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে নারীরা অধিক ঝুঁকিতে রয়েছেন। সে প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য-'নারী এবং এইচআইভি/এইডস' এবং 'এইডসঃ নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ'-এ শ্লোগান নির্বাচন খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এইডস একটি মরণব্যাধি। জীবন সংহারী এ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও অপ্রতুল ও ব্যয়বহুল। এ ব্যাধি প্রতিরোধে সাবধানতা গ্রহণের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে গণমাধ্যম, বিশেষ করে, সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে কীভাবে এ রোগ ছড়ায়–এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়–এ সব বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন এবং নৈতিক মূল্যবোধ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ মরণব্যাধি প্রতিরোধে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন ও সুশীল সমাজকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৪ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১লা ডিসেম্বর, বিশ্ব এইডস দিবস। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এই দিনটি বিশ্ব এইডস দিবস হিসাবে বিশ্বব্যাপি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস এবং যৌনরোগের ঝুঁকি ও সংক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এইচআইভি/এইডস -এর সংক্রমণ যুবকদের তুলনায় যুবতীদের মধ্যে প্রায় ২.৫ গুণ বেশি। দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যৌনরোগ সনাক্তকরণ, আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান, এইচআইভি/এইডস -এর সঠিক তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা, যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে দেশের জনগণ তথা মহিলা, যুবতী ও কিশোরীদের এইডস সম্পর্কে সচেতন করা এবং এইচআইভি/এইডস -এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

'নারী এবং এইচআইভি/এইডস' বিশ্বব্যাপি এই প্রতিপাদ্য বিষয় এবং 'এইডসঃ নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশে সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন বিশ্ব এইডস দিবস পালনের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই প্রতিপাদ্য বিষয় এবং শ্লোগানকে সামনে রেখে গৃহীত কর্মসূচি জনগণকে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৪ -এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

(ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"নারী এবং এইচআইভি/এইডস বিশ্বব্যাপি এই প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এইডস নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠি তথা নারী সমাজকে এইডস সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান বিশ্বে মহিলা, যুবতী, কিশোরীরা বিভিন্নভাবে মানসিক, দৈহিক হয়রানি এবং নির্যাতনের শিকার। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে নারী সমাজ আজ যথোপযুক্ত ও মান সম্পন্ন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। যৌন নিপীড়ন, নারী ও শিশু পাচার, এসিড নিক্ষেপ এবং যৌতুকের শিকার নারী সমাজ। উপরন্তু যোগ হয়েছে এইচআইভি/এইডস-এর মত ঘাতক ব্যাধি। এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত বিশ্বব্যাপি জনগোষ্ঠির অর্ধেকের বেশিই নারী।

জেন্ডার, মানবাধিকার, নৈতিক ও আইনগত দিক এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত ইস্যুগুলো আজকের বিশ্বে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারও এই ইস্যুগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট রয়েছে। নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এই শ্লোগানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নারী সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে, সচেতন করতে হবে সবাইকে। এইডস প্রতিরোধ করে গড়তে হবে এইডসমুক্ত বাংলাদেশ। বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৪ এ এই হউক আমাদের অঙ্গীকার।

এই দিবস উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(মিজানুর রহমান সিন্‌হা)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৪ এর এবারের শ্লোগান 'এইডসঃ নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ'। এই দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নারী এবং এইচআইভি/এইডস' কে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন এইডস এর বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশে এইডস রোগের সংক্রমণ কম হলেও সুঁই-সিরিঞ্জ-এর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ অত্যন্ত বিপদজনক পর্যায়ে। মহিলা ও পুরুষ যৌনকর্মীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠির মধ্যে যৌনরোগ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পরবর্তীতে এইসব জনগোষ্ঠি থেকে তাদের স্ত্রীদের মধ্যে যৌনরোগ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ ঘটে এবং স্ত্রী থেকে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এইচআইভি/এইডস এর সংক্রমণ হয়। এভাবে সুঁই-সিরিঞ্জ-এর মাধ্যমে, যৌন কর্মীর মাধ্যমে, বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠি মাধ্যমে এবং মা থেকে শিশুর মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ ঘটে এবং মহামারীর আকার ধারণ করে।

ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তন করা, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা, গণমাধ্যমের সাহায্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণের মধ্যে এইচআইভি/এইডস এর বার্তা/তথ্য প্রদান করে এইডস প্রতিরোধে সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে সকল স্তরের নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হবে এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৪ এর সাফল্য কামনা করি।

(এ এফ এম সরওয়ার কামাল)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৪। এ বছর "নারী এবং এইচআইভি/এইডস" প্রতিপাদ্য বিষয় এবং "এইডসঃ নারীরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সপ্তাহব্যাপি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, মেডিকেল কলেজ, এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে যথাযোগ্যভাবে এ দিবসটি উদযাপন করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে কোন দেশের তুলনায় অনেক কম হলেও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, দারিদ্র, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভ্রান্ত-বিশ্বাস, বেকার সমস্যা এবং নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য এইডস বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই এইচআইভি/এইডস এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আমাদের প্রতিরোধ কর্মসূচিকে নারী করতে হবে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মসূচি সাজাতে হবে, কমিয়ে আনতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে যা প্রয়োগ করে নারী সমাজ থাকবে এইডস মুক্ত।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসুচির সফল বাস্তামুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৪ এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মীজানুর রহমান

জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাড়ি নং- ৩৭৬/এ, রোড নং- ২৮, নিউ ডিওএইচএস
মহাখালী, ঢাকা- ১২০৬, ফোন ঃ ৮৮২৯৭২০